জান্নাত-জাহান্নাম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ জান্নাতের দরজা আটটি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

জান্নাতের দরজা আটটি

মহানবী (ﷺ) বলেছেন, পরিপূর্ণরূপে ওযু করে যে ব্যক্তি এই দুআ বলবে, ‘আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসুলুহ। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “জান্নাতের (আটটি দরজার) মধ্যে এমন একটি দরজা আছে, যার নাম হল ‘রাইয়ান’; সেখান দিয়ে কেবল রোযাদারগণই কিয়ামতের দিনে প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউ সেদিক দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে রোযাদাররা কোথায়? তখন তারা দন্ডায়মান হবে। (ঐ দরজা দিয়ে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে) তারপর যখন তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে, তখন দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। আর সেখান দিয়ে অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।” (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া বস্তু ব্যয় করে, তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এ দরজাটি উত্তম (এদিকে এস)। সুতরাং যে নামাযীদের দলভুক্ত হবে, তাকে নামাযের দরজা থেকে ডাক দেওয়া হবে। আর যে মুজাহিদদের দলভুক্ত হবে তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে রোযাদারদের দলভুক্ত হবে, তাকে ‘রাইয়ান’ নামক দরজা থেকে আহবান করা হবে। আর দাতাকে দানের দরজা থেকে ডাকা হবে।” এ সব শুনে আবু বাকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, যাকে ডাকা হবে তার ঐ সকল দরজার তো কোন প্রয়োজন নেই। (কেননা মুখ্য উদ্দেশ্য হল, কোনভাবে জান্নাতে প্রবেশ করা।) কিন্তু এমন কেউ হবে কি, যাকে উক্ত সকল দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে? তিনি বললেন, “হ্যাঁ। আর আশা করি, তুমি তাদের দলভুক্ত হবে।” (বুখারী ও মুসলিম)।

বিনা হিসাবের খাস লোকেরা জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। জান্নাতের দরজার প্রস্থও অনেক। হাদীসে এসেছে, কিয়ামতে সুপারিশের সময় মহান আল্লাহ বলবেন, “হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব-নিকাশ হবে না, তাদেরকে ডান দিকের দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাও। এই দরজা ছাড়া তারা অন্য সব দরজাতেও সকল মানুষের শরীক।”

অতঃপর নবী (ﷺ) বলেন, “যার হাতে আমার প্রাণ আছে, তাঁর কসম! জান্নাতের একটি দরজার প্রশস্ততা হচ্ছে মক্কা ও (বাহরাইনের) হাজারের মধ্যবর্তী দূরত্ব অথবা মক্কা ও (সিরিয়ার) বুসরার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। (বুখারী-মুসলিম)।

এক বর্ণনায় দরজার দুই বাজুর মধ্যে ব্যবধানের দূরত্ব বলা হয়েছে চল্লিশ বছরের পথ। জান্নাত প্রবেশকালে তা ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। (মুসলিম, আহমাদ) আর আল্লাহই ভাল জানেন।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12165

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন